সংবাদ

তারিখ 14 JUN 2015
পৃষ্ঠা 6 কলাম

জনে জনে জনতা

বাধ্যতামূলক কম্পিউটার শিক্ষা কাগজ থেকে বাস্তবে

মোস্তাফা জব্বার

২০০৭ সালের জানুয়ারিতে ক্ষমতা দখলকারী আমাদের দেশের সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে এখনও নানা রকমের মতামত রয়েছে। ক্ষমতাসীন সরকার বিরোধীদলকে খারাপ রকমের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দৃষ্টান্ত হিসেবে সেই সরকারের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তবে শুধু নির্বাচন করা যে মইনুদ্দিন-ফখরুদ্দিন-ইয়াজউদ্দিন সরকারের দায়িত্ব ছিল, সেই সরকার সংবিধানের ফাঁক গলিয়ে জরুরি অবস্থা জারি করে যেভাবে পুরো দুটি বছর দেশ শাসন করে গেল, সেটি যে এক ধরনের খারাপ দৃষ্টান্ত তাতে কারও কোন সন্দেহ নেই। প্রায় সবাই এ বিষয়ে একমত যে, সেটি ছিল বেসরকারি মোড়কের সামরিক শাসন। নির্বাচন অনুষ্ঠানের নামে পুরো দুই বছর দেশ শাসন করা ও রাজনীতিকে নতুন ছকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা নিয়ে সরকারি দলতো বটেই বিরোধীদলও তীব্র সমালোচনা করে থাকে। কিন্তু কেবল খারাপটাই সেই সরকারের চরিত্র ছিল না। আমি স্মরণ করতে পারি, ক্ষমতায় এসেই সরকার যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বিশেষ করে দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে সেই সরকারের কঠোর পদক্ষেপ দেশের সাধারণ মানুষের ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছিল। হাওয়া ভবন-তারেক রহমান, বাবরনামা, বনখেকো ওসমান গনি এবং নানা অনিয়মের বিরুদ্ধে সেই সরকারের কঠোর অবস্থান অনেকটাই প্রশংসিত হয়েছে। আরও অনেক বিষয় ছিল যা সেই সরকারের ইতিবাচক কাজ হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে। রাজনীতির কুটচক্র যদি সরকারের এজেন্ডাতে না থাকত তবে হয়তো সেই সরকারটিকেই দেশের অন্যতম সেরা সরকার হিসেবে গণ্য করা হতো।

প্রবাদ মাইনাস-টু ফর্মুলার উদ্ভাবক সেই সরকারের সব কিছুকেই তুবড়ি বাজিয়ে ফেলে দেয়া সম্ভব নয়-সম্ভবত সেই চেষ্টা করা হয়নি। বিশেষ করে আমি যদি বর্তমান সরকারের শিক্ষানীতির দিকে তাকাই তবে দেখতে পাব যে, ২০০৮ সালে সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেসব ইস্যুতে সতর্ক পদক্ষেপ নিয়েছিল তার ইতিবাচক বিষয়গুলো সরকারের নীতিমালায় প্রতিফলিত হয়েছে। আমি স্মরণ করতে পারি, সেই সময়ে ড. মনিরুজ্জামান মিঞার নেতৃত্বে গঠিত কমিটি শিক্ষা বিষয়ে কিছু গুণগতমানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যা বর্তমান সরকারের শিক্ষানীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে। আমি বিশদ আলোচনা না করেও এই কথাটি খুব সহজেই স্মরণ করতে পারি যে, সেই কমিটিই প্রথম বাধ্যতামূলক কম্পিউটার শিক্ষা প্রচলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আমি স্মরণ করতে পারি, আমার ১০০ নম্বরের দাবিকে সর্বসম্মতক্রমে ৫০ নম্বরে এনে কমিটির সব সদস্য একমত হয়েছিলেন যে, মাধ্যমিক স্তরে সব বিভাগের ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলকভাবে কম্পিউটার শিক্ষাটি পাঠ করতে হবে। আমি কৃতজ্ঞ ছিলাম এজন্য যে, মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতিনিধিসহ কমিটির একজন সদস্যও বাধ্যতামূলক কম্পিউটার শিক্ষার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেননি। আমি আরও কৃতজ্ঞ যে, বর্তমান সরকার কেবল সেই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমতই থাকেনি বরং সেই সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন করছে। ২০১৩ সালে এসে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, এরই মাঝে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে বিষয়টি বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানো শুরু হয়েছে। ২০১৪ সালে আমরা অষ্টম শ্রেণীতেও বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক হিসেবে দেখতে পাব। অন্যদিকে চলতি জুলাই মাস থেকেই একাদশ শ্রেণীতে বিষয়টি বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা হওয়ার কথা। এই বিষয়ের বইও লেখা হয়েছে। কিন্তু সর্বশেষ খবর অনুসারে এনসিটিবি সম্ভবত এবার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করতে পারছে না। ফলে পুরো ব্যাপারটিই জটিলতায় জড়াতে পারে। ২০১৪-১৫ সালে এটি বাধ্যতামূলক হওয়া দেশের পরবর্তী সরকারের ওপর নির্ভর করবে। অন্যদিকে যদিও এবারই নবম-দশম শ্রেণীতে বিষয়টি বাধ্যতামূলক করার কথা ছিল, তথাপি সেটি এবার করা সম্ভব হয়নি। আশা করা হচ্ছে, সবকিছু পক্ষে থাকলে, ২০১৫ থেকে বিষয়টি নবম-দশম শ্রেণীতে বাধ্যতামূলকভাবেই পাঠ্য হবে।

বাধ্যতামূলক এই শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কিছু বিষয়াদি নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করার আবশ্যকতা রয়েছে।

ক) বিষয়ের নাম ও ঐচ্ছিক-অপশনাল বিষয় হিসেবে কম্পিউটার : প্রসঙ্গত এই কথাটি বলা দরকার যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাধ্যতামূলক কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়টিকে "কম্পিউটার শিক্ষা" না রেখে "তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি" নামকরণ করেছে। সময়ের বিবর্তনে এখন এই পরিবর্তনটি তাদের বিবেচনায় হয়তো অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। তবে বাধ্যতামূলকভাবে বিষয়টি পড়ানোর পাশাপাশি কম্পিউটার বিজ্ঞান, কম্পিউটার প্রকৌশল, সফটওয়্যার প্রকৌশল ইত্যাদিকে ঘিরে একটি বিষয় নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে আলাদাভাবে রাখা যেত। যেমন করে বাধ্যতামূলক অঙ্ক ছাড়াও উচ্চতর গণিত পাঠ্য হতে পারে তেমন করে কম্পিউটার বিজ্ঞান একটি বিষয় হিসেবে রাখা উচিত ছিল। এমনকি সাধারণ বিজ্ঞান সবার পাঠ্য হিসেবে রাখার পরও পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা ইত্যাদি আলাদাভাবে পড়ানো হয়। আমি মনে করি বিজ্ঞান, বাণিজ্য, ইত্যাদির মতো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পড়ার একটি আলাদা ধারাও চালু করা যেতে পারে। এমনকি সব বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য অপশনাল বা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে কম্পিউটার বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা থাকলে বিশেষ করে যারা ভবিষ্যতে কম্পিউটার বিষয়েই স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরে লেখাপড়া করবে তাদের জন্য সহায়ক হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাধ্যতামূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা বিষয়টিতে কম্পিউটার বিজ্ঞানের উচ্চতর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়গুলোকে যুক্ত করার চেষ্টা নেই। এটি হয়তো সম্ভবও নয়। বস্তুত এটি এখন সাধারণ জ্ঞানের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খ) পাঠক্রম : জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিষয়টির জন্য যে পাঠক্রম প্রণয়ন করেছে সেটিকে আমি খুব সহজভাবে নিতে পারছি না। আমার স্মরণ আছে, ১৯৯২ সালে যখন নবম-দশম শ্রেণীর জন্য কম্পিউটার শিক্ষা বইয়ের পাঠক্রম তৈরি করা হয় তখন কেবল শিক্ষাবিদদের মন রাখতে গিয়ে তাতে এমনসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় যা কোনভাবেই আমরা ইন্ডাস্ট্রি থেকে চাইনি। এই বিষয়টি জনপ্রিয় না হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল সেই পাঠক্রমের। এখনও দেশে কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক যে শিক্ষা প্রদান করা হয় তার পাঠক্রম ইন্ডাস্ট্রির কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুত শিক্ষার্থীদের তাদের স্নাতকোত্তর পর্যায় শেষ করে ইন্ডাস্ট্রিতে এসে নিজেদের যোগ্য করে তুলতে হয়। আমরা বারবারই বলে আসছি যে, স্কুল পর্যায়ের কম্পিউটার শিক্ষা কম্পিউটার বিজ্ঞান চর্চা নয়। শিক্ষার্থীরা যাতে কম্পিউটারের ব্যবহারকারী হয় এবং এই প্রযুক্তিকে যেন তারা তাদের জীবনে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে তার ব্যবস্থা করাই মূলত এই পর্যায়ের শিক্ষার লক্ষ্য। আমি লক্ষ্য করেছি যে, আমাদের সেই ধারণাটি পাঠক্রমে প্রতিফলিত হয়নি। আমি মনে করি, কম্পিউটার বিজ্ঞান একটি আলাদা বিষয় এবং সেই বিষয়টিকে কম্পিউটার বিজ্ঞান হিসেবেই কাউকে কাউকে পড়ানো উচিত। নবম-দশম শ্রেণী থেকে সেই কাজটি করা যেতে পারে। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে একে আলাদা বিভাগও করা যেতে পারে। কিন্তু বাধ্যতামূলক কম্পিউটার শিক্ষা পড়িয়ে সবাইকে কম্পিউটার ব্যবহারকারী বানানো উচিত। আমি কামনা করব এনসিটিবি ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে কথা বলে পাঠক্রমকে পুনর্বিন্যাস করবে।

গ) কাগজ থেকে বাস্তবে : একেবারে নিখাদভাবে যদি একথা বলা হয় যে, দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি সব ছাত্রছাত্রীর জন্য পড়ানোর মতো অবকাঠামোগত অবস্থা আছে কি না, তবে খুব সহজেই একথা বলতে হবে যে, মোটেই না। অনেকেই এমন প্রশ্ন করেছেন যে, এভাবে অবকাঠামো ছাড়া তাড়াহুড়ো করে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সব ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা কি সমীচীন হয়েছে? তারা বলেন যে, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই কম্পিউটার বিষয়ের শিক্ষকই নেই। প্রায় সব প্রতিষ্ঠানেই কম্পিউটার নামক যন্ত্রটিই নেই। যেখানে কম্পিউটার যন্ত্র আছে সেখানেও যন্ত্রের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। এমন একটি পরিস্থিতি বাধ্যতামূলক কম্পিউটার শিক্ষার সহায়ক নয়। আমিও কম্পিউটার পড়ানোর অবকাঠামো গড়ে তোলার পক্ষে। শিক্ষক নিয়োগ না দিয়েতো বিষয়টি পড়ানোই সম্ভব নয়। কিন্তু সব অবকাঠামো তৈরি করে বিষয়টি বাধ্যতামূলক করতে হবে, এই মতের সঙ্গে আমি একমত নই। বিশেষ করে যে ধরনের পাঠক্রম তৈরি করা হয়েছে তাতে সব অবকাঠামো সম্পূর্ণ প্রস্তুত না করেও বিষয়টি পড়ানো শুরু করা যেতে পারে। তবে সরকারের সাড়ে চার বছরে যেসব অবকাঠামো আরও দ্রুততাভাবে গড়ে তোলা উচিত ছিল বলে আমি মনে করি।

আমি মনে করি বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করার পদক্ষেপ যথার্থ এবং সময়োচিত হয়েছে। সাত মন ঘি জোগাড় করা আমাদের দ্বারা হতো না। ফলে আমরা রাধার নাচও দেখতে পেতাম না। ফলে কোথাও না কোথাও অপূর্ণতা রেখেই আমাদের সামনে যেতে হবে। আমাদের কোন কাজই আমরা একেবারে নিখুঁতভাবে শুরু করতে পারি না। এমনকি এই কাজটিও ক্রমান্বয়েই করা হয়েছে বলে যেসব সমস্যা রেখে আমরা শুরু করেছিলাম সেগুলো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব ছিল।

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে সরকারের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলো এখনও করেনি। এমনকি সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বিষয়টির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

এই নিবন্ধে খুব জরুরি বিষয়গুলো উল্লেখ না করেও আমি কয়েকটি বিষয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি।

ক) কম্পিউটার বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি সাধারণ শিক্ষকগণ পড়াতে পারবেন না বলে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই বিষয়ক শিক্ষক নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন। ২০০৯ সাল থেকেই শিক্ষক নিয়োগের এই কাজটি করা সম্ভব ছিল। কিন্তু সেই কাজটি করা হয়নি। প্রয়োজন ছিল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা। কিন্তু সেই কাজটিও করা হয়নি।

খ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মুখস্থ বিদ্যার বিষয় নয়। কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞান দিয়ে এই বিষয় শেখানো যায় না। এজন্য কম্পিউটার লাগবে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রায় ৪ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব গড়ে তুলে, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় অত্যন্ত চমৎকারভাবে কাজটি করছিল। কিন্তু নতুন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় গড়ে ওঠার পর থেকে কম্পিউটার ল্যাব গড়ে তোলা বন্ধ হয়ে যায়। এই মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারকগণ মনে করতে থাকেন যে, এসব ল্যাব গড়ে তোলার কোন যৌক্তিকতা নেই। তারা ডিজিটাল ক্লাসরুম গড়ে তোলার নামে ল্যাব তৈরির প্রকল্প বন্ধ করে রাখে।

আমি মনে করি, এটি প্রবলভাবে ক্ষতিকর একটি ধারণা। দেশে যদি সত্যিকারভাবে বাধ্যতামূলক কম্পিউটার শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয় তবে, কম্পিউটার ল্যাব গড়ে তোলার বিকল্প কিছু নেই। ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধনীদের সন্তানরা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তারা নিজেরাও ধনী। ফলে তারা কম্পিউটার ল্যাব নিজেরাই গড়ে তুলতে পারে। শহরাঞ্চলের কিছু কিছু বেসরকারি বাংলা মাধ্যম স্কুলও হয়তো নিজেরা ল্যাব বানাতে সক্ষম। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষের সন্তানদের লেখাপড়া করায় এমন প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজেরা কম্পিউটার ল্যাব গড়ে তোলার সক্ষমতা রাখে না। সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে এদের জন্য ন্যূনতম কম্পিউটারের ব্যবস্থা করা। যেমনি করে সরকার বিজ্ঞান ভবন ও বিজ্ঞানাগার তৈরি করেছে তেমনি কম্পিউটার ভবন ও কম্পিউটার ল্যাবও তৈরি করে দেয়া উচিত। সরকারের উচিত হয়নি কম্পিউটার ল্যাব তৈরি করার এই প্রয়াসটিকে বন্ধ করা। যেসব আমলা ও পণ্ডিতেরা পরস্পর বিপরীত মেরুতে বাস করছেন তাদের উচিত নিজেদের পণ্ডিতি বিসর্জন দিয়ে সরকারের নীতিমালা অনুসারী কাজ করা।

ঢাকা, ৩ জুন ২০১৩

[লেখক : তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, কলামিস্ট, দেশের প্রথম ডিজিটাল নিউজ সার্ভিস আবাস-এর চেয়ারম্যান, সাংবাদিক, বিজয় কিবোর্ড ও সফটওয়্যারের জনক]

mustafajabbar@gmail.com